গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য অধিদপ্তর

''সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়''

''শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ''

প্রচারেঃ খাদ্য বিভাগ, চয়াডাঙ্গা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' সৃষ্টি করা হয়। সময়ের বিবর্তনে সেই সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট আজকের খাদ্য অধিদপ্তর।

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। তাঁর অধীনে পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সাইলো অধীক্ষক, চিফ কন্ট্রোলার অব ঢাকা রেশনিং, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সহায়ক পদে কর্মচারি রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় খাদ্য বিভাগে মঞ্জুরীকৃত মোট ৮০ টি পদ রয়েছে এবং বর্তমানে ৫১ জন কর্মরত রয়েছেন এবং ২৯ টি পদ শুন্য রয়েছে যা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	পদবী	গ্রেড	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা			শুন্য পদের সংখ্যা
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০৬	০১	০	০	০	১
২	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০৯	০৪	৩	১	৪	০
৩	কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক	১০	০১	১	০	১	০
৪	প্রধান সহকারী	১৩	০১	০	১	১	০
৫	হিসাব-রক্ষক	১৩	০১	০	০	০	১
৬	উচ্চমান সহকারী	১৪	০১	০	০	০	১
৭	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেট	১৬	০১	০	০	০	১
৮	অফিস সহকারী কামঃ কম্পিউটার মুদ্রাঃ	১৬	০৫	১	০	১	৪
৯	খাদ্য পরিদর্শক	১০	১৪	৭	০	৭	৭
১০	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	১৩	০৮	৩	২	৫	৩
১১	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক	১৫	০৫	৪	১	৫	০
১২	অফিস সহায়ক	২০	০১	০	০	০	১
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী (নৈশ্য প্রহরী)	২০	০১	০	০	০	১
১৪	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৩৩	২২	২	২৪	৯
১৫	স্প্রেম্যান	১৯	০১	১	০	১	০
১৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০	০২	২	০	২	০
সর্বমোট-			৮০	৪৪	৭	৫১	২৯

চুয়াডাঙ্গা জেলায় খাদ্য বিভাগে ৫ টি এলএসডি রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মোট ধারণক্ষমতা ১৪২০০.০০০ মেঃটন।

ওএমএস খাতে আটার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্র জেলায় ৬ টি ময়দা মিলের মাধ্যমে গম পেষণ করে ওএমএস খাতে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।

এলএসডি ও সিএসডিগুলোই খাদ্য বিভাগের 'সেন্টার অব একটিভিটি'। এ সকল কেন্দ্রে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে সংগৃহীত খাদ্যশস্য এখান থেকে পিএফডিএস খাতে বিতরণ করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

১. সংগ্রহঃ

কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রদান ও নিরাপত্তা মজুদ গড়ার জন্য প্রতি বছর উপাদন মৌসুমে অভ্যমন্তরীণভাবে গম, আমন এবং বোরো চাল ও ধান সংগ্রহ করা হয়। কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান ও গম এবং চালকল মালিকদের নিকট হতে চুক্তির মাধ্যমে চাল সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া প্রতিবছর আমন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে বিদেশ হতে গম ক্রয় করা হয়।

২. মজুদ ও চলাচলঃ

বর্তমানে সব বিভাগে সংগ্রহ হলেও রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে মোট সংগ্রহের প্রায় ৭৫% চাল ও গম সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত অতিরিক্ত খাদ্যশস্য প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিভাগে সড়ক, নৌ ও রেলপথে প্রেরণ করা হয়।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গম সাধারণত ৬০% চট্টগ্রাম এবং ৪০% মংলা বন্দরে খালাস করে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে পায়রা বন্দর স্থাপিত হওয়ায় সেখানেও গম খালাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩. বিতরণঃ

সরকারি প্রতিষ্ঠানে রেশন সামগ্রী সরবরাহ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চাল ও গম বিতরণ করা হয়।

ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানে রেশনঃ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, কারারক্ষীদেরকে ভর্তূকি মূল্যে অর্থাৎ ২.১০ টাকা কেজি দরে চাল এবং ১.৭৭ টাকা কেজি দরে গম সরবরাহ করা হয়।

খ) সামাজিক নিরাপত্তা:

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দুঃস্থ মানুষের জন্য ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে টিআর ও এফএফডাব্লিউ খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

গ) পুষ্টি চাল সরবরাহ:

স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির ঘাটতি পূরণে খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ডব্লিউএফপি'র যৌথ উদ্যোগে পাইলট প্রকল্পের আওতায় ভিজিডি কর্মসূচীতে প্রতি মাসে ভিটামিন এ, বি-১, বি-১২, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে অত্র জেলার দামুড়হুদা উপজেলায় কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঘ) খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী :

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টে (এসডিজি) ঘোষিত 'নো প্রোভারটি' ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের লক্ষ্যে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পলিস্ন অঞ্চলের হতদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য সম্প্রতি খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

এ কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রের তালিকা করা হয়েছে এবং পল্লি অঞ্চলের কর্মাভাবকালীন ০৫ মাস (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল) প্রতিমাসে ৩০ কেজি হারে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

ঙ. বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণঃ ওএমএস

খাদ্যশস্যের বাজারমূল্যের উর্দ্ধগতির প্রবণতা রোধ এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয় করা হয়।

চ. বার্ষিক বিতরণঃ

খাদ্য বিভাগ থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আর্থিক ও অনার্থিক খাতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

৪. চাল রপ্তানি ও সাহায্য প্রদানঃ

বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি উপকরণ সূলভ ও সহজলভ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রণোদনা মূল্য নিশ্চিত করায় বাংলাদেশ এখন চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

২০১৫ সালে শ্রীলঙ্কায় ২৫ হাজার মেঃটন চাল রপ্তানি এবং ২০১৬ সালে নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ২০ হাজার মেঃ টন চাল সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

''বঙ্গবন্ধু দিলেন দেশ, শেখ হাসিনার গোলা ভরা স্বদেশ''

আমাদের শ্লোগান

সংগ্রহঃ

গুদামে গুদামে কৃষকের ধান
বাঁচে কৃষক, বাঁচে প্রাণ

কৃষক এখন অনেক খুশি
গমের দাম পাচ্ছে বেশি

খাদ্যবান্ধবঃ

ক্ষুধায় এখন ভয় নাই
দশ টাকায় চাল পাই

দশ টাকায় চাল পাই
ঘরে কোন অভাব নাই

ওএমএসঃ

ওএমএস-এ চলো যাই
কম মূল্যে খাদ্য পাই

খোলাবাজারে চলো যাই
চাল-আটা সবই পাই

খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd, www.dgfood.gov.bd